কৃষি সমাচার

কৃষিই সমৃদ্ধি

দ্বি-মাসিক অভ্যন্তরীণ মুখপত্র

রেজিঃ নং-ডি এ ১৩ ❑ বর্ষ : ৫২ ❑ মার্চ-এপ্রিল ❑ ২০১৯ খ্রি. ❑ ১৭ ফাল্গুন-১৭ বৈশাখ ❑ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)

কৃষি সমাচার

দ্বি-মাসিক অভ্যন্তরীণ মুখপত্র

প্রধান উপদেষ্টা
মোঃ ফজলে ওয়াহেদ খোন্দকার
চেয়ারম্যান, বিএডিসি

উপদেষ্টামণ্ডলী
ঝরনা বেগম
সদস্য পরিচালক (ক্ষুদ্রসেচ)
মোমিনুর রশিদ আমিন
সদস্য পরিচালক (অর্থ)
তুলসী রঞ্জন সাহা
সদস্য পরিচালক (সার ব্যবস্থাপনা)
ড. শেখ হারুনুর রশিদ আহমদ
সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান)
আব্দুল লতিফ মোল্লা
সচিব

সম্পাদনায়
মোঃ তোফায়েল আহমদ
উপজনসংযোগ কর্মকর্তা
ই-মেইল : tofayeldu@yahoo.com

ফটোগ্রাফি
অলি আহমেদ
ক্যামেরাম্যান

প্রকাশক
মোঃ জুলফিকার আলী
জনসংযোগ কর্মকর্তা
৪৯-৫১ দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা
ঢাকা-১০০০

মুদ্রণে
প্রভাতী প্রিন্টার্স, ১৯১ ফকিরাপুল, ঢাকা-১০০০
ফোন: ০১৯৩৭-৮৪ ৮০ ২৯

সম্পাদকীয়

কৃষি বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রাণ। জনসংখ্যার ক্রমবর্ধমান হার, প্রতিবছর প্রায় এক শতাংশ হারে কৃষি জমি কমে যাওয়া, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণসহ নানাবিধ প্রতিবন্ধকতাকে জয় করে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কৃষকের কাছে সঠিক সময়ে তথ্য পৌঁছানো জরুরি। সে লক্ষ্যে কৃষি মন্ত্রণালয় ও ডিএই'র খামার যান্ত্রিকীকরণ প্রকল্পের আয়োজনে কেআইবি চত্বরে ২৫-২৭ এপ্রিল ২০১৯ তারিখে জাতীয় কৃষি যন্ত্রপাতি মেলা-২০১৯ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত মেলায় অংশগ্রহণকারী সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এবং কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই) যৌথভাবে প্রথম পুরস্কার অর্জন করে। এবারের মেলার মূল প্রতিপাদ্য ছিল 'যান্ত্রিকীকরণই গড়বে আধুনিক ও লাভজনক কৃষি'। ২৫ এপ্রিল ২০১৯ সকালে বর্ণাঢ্য র‍্যালির মাধ্যমে মেলার কার্যক্রম শুরু হয়। কেআইবি চত্বরে মেলার স্টল শুভ উদ্বোধন করেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি। এ সময় উপস্থিত ছিলেন মাননীয় কৃষিসচিব জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান, বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ ফজলে ওয়াহেদ খোন্দকারসহ কৃষি মন্ত্রণালয়াধীন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ। মেলায় বিএডিসি ছাড়াও ডিএই, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইন্সটিটিউট, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইন্সটিটিউট, বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইন্সটিটিউট, বাংলাদেশ সুগার ক্রপ ইন্সটিটিউট, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, কৃষি তথ্য সার্ভিসসহ বিভিন্ন সরকারি এবং ২০টি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করে। মেলায় বিএডিসি স্টলে সৌর বিদ্যুৎচালিত সেচ পাম্প, সৌর বিদ্যুৎচালিত ডাগওয়েল, রাবার ড্যাম, ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা, রেইন ওয়াটার হারভেস্টিং, সেচ যন্ত্রে ব্যবহৃত প্রিপেইড মিটারসহ বিভিন্ন মডেল এবং রাইস ট্রান্সপ্লান্টার, মিনি ট্রাক্টর, পাওয়ার টিলার, রিপার, ডিস্কপ্লাউ, কাল্টিভেটর, পাওয়ার স্প্রেয়ার, সীড গ্রেডার, সীড ব্লোয়ারসহ বিভিন্ন কৃষি যন্ত্রপাতি প্রদর্শন করা হয়।

ভেতরের পাতায়.....

বিএডিসিতে মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০১৯ যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত..... ০৩

বিএডিসিতে বঙ্গবন্ধুর ৯৯তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষ্যে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত..... ০৪

কৃষি যন্ত্রপাতিতে ভর্তুকি আরও বাড়ানো হবে-মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ০৫

বিএডিসিতে গণহত্যা দিবস উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত..... ০৬

আগামী ২০১৯-২০ বিতরণ বর্ষের আমন ধানবীজ বিতরণ কৌশল নির্ধারণ শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত..... ০৭

বিএডিসিতে বিশ্ব নারী দিবস ২০১৯ উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত ০৭

বিএডিসি কর্মকর্তাদের পদোন্নতি..... ১৪

জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসের কৃষি..... ১৬

যারা যোগায় ক্ষুধার অন্ন আমরা আছি তাদের জন্য

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন ৪৯-৫১ দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০।
ফোন : ৯৫৫২২৫৬, ৯৫৫৬০৮৫, ই-মেইল : pro@badc.gov.bd, prdbadc@gmail.com, ওয়েবসাইট : www.badc.gov.bd

বিএডিসিতে মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০১৯ যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত

বিএডিসিতে মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০১৯ যথাযোগ্য মর্যাদায় ও ভাবগাম্ভীর্যের সাথে পালিত হয়। গত ২৬ মার্চ ২০১৯ তারিখে সূর্যোদয়ের সাথে সাথে বিএডিসি'র কৃষি ভবন, সেচ ভবন ও বীজ ভবনে এবং মাঠ পর্যায়ের বিএডিসি'র সকল অফিস ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। ঐদিন বিএডিসি'র কৃষি ভবন, সেচ ভবন ও বীজ ভবনে আলোকসজ্জা করা হয় এবং কৃষি ভবন বিভিন্ন রং এর পতাকা দ্বারা সজ্জিত করা হয়।

বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ ফজলে ওয়াহেদ খোন্দকার সংস্থার সর্বস্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সাথে নিয়ে সাভারের জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ শেষে ফটোসেশন

বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ ফজলে ওয়াহেদ খোন্দকার সংস্থার সর্বস্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সাথে নিয়ে সাভারের জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। এ সময় বিএডিসি'র উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ ও সিবিএ নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০১৯ উপলক্ষ্যে ২৬ মার্চ বিএডিসি'র আওতাধীন সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত কর্মসূচির সাথে সঙ্গতি রেখে মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসের অনুষ্ঠান আয়োজনের নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করছেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ ফজলে ওয়াহেদ খোন্দকার

এছাড়া বিএডিসি'র মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণকে স্থানীয় জেলা ও উপজেলা প্রশাসন কর্তৃক আয়োজিত মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসের অনুষ্ঠানে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

'ভালো বীজে
ভালো ফসল'

গত দুই মাসে বিএডিসি'র ৮৭ হাজার ৯০৪ মে.টন সার বিতরণ

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) মার্চ-এপ্রিল ২০১৯ মোট ৮৭ হাজার ৯০৪ মে.টন নন-নাইট্রোজেনাস সার কৃষক পর্যায়ে বিতরণ করেছে। বিতরণকৃত সারের মধ্যে টিএসপি ৪২ হাজার ৫৭৩ মে.টন, এমওপি ৩০ হাজার ৩২৯ মে.টন ও ডিএপি ১৫ হাজার ২ মে.টন সার রয়েছে। এছাড়া গত দুই মাসে বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে ১ লক্ষ ১৬ হাজার ৭৭ হাজার মে.টন। বরাদ্দকৃত সারের মধ্যে টিএসপি ৩৪ হাজার ৯৫৪ মে. টন, এমওপি ৪২ হাজার ৯৮১ মে. টন এবং ডিএপি ৩৮ হাজার ১৪২ মে.টন সার। ২৯ এপ্রিল ২০১৯ তারিখে মজুদ সারের পরিমাণ ৮ লক্ষ ৫৬ হাজার ২৭১ মে.টন। সংস্থার সার ব্যবস্থাপনা বিভাগ থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদন মোতাবেক এ তথ্য জানা গেছে।

বিএডিসিতে বঙ্গবন্ধুর ৯৯তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষ্যে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

গত ১৭ মার্চ ২০১৯ তারিখে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৯৯তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষ্যে মিরপুরস্থ বিএডিসি উচ্চ বিদ্যালয়ে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএডিসি'র ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান জনাব ঝরনা বেগম। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন সাবেক সদস্য পরিচালক (ক্ষুদ্রসেচ) জনাব মোঃ আব্দুল জলিল, সংস্থার সচিব জনাব আব্দুল লতিফ মোল্লা। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিএডিসি উচ্চ বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক জনাব মোঃ আলমগীর।

অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন বঙ্গবন্ধু পরিষদ, বিএডিসি শাখার সভাপতি জনাব মুহাঃ আজহারুল ইসলাম। চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে অতিথিগণ পুরস্কার তুলে দেন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৯৯তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে কেক কাটা হয়। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথির বক্তব্যে বিএডিসি'র ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান জনাব ঝরনা বেগম বলেন, বঙ্গবন্ধু সবসময় শিশুদের ভালবাসতেন। শিশুদেরকে বঙ্গবন্ধুর আদর্শে অনুপ্রাণিত করতে হবে। বঙ্গবন্ধু সোনার বাংলার স্বপ্ন দেখতেন। সেই স্বপ্নকে বাস্তবায়নের জন্য শিশুদেরকে বঙ্গবন্ধুর আদর্শে গড়ে তুলতে হবে। অনুষ্ঠানে বিএডিসি প্রকৌশলী সমিতির সভাপতি জনাব ধীরেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ, বিএডিসি কৃষিবিদ সমিতির সাধারণ সম্পাদক জনাব প্রদীপ চন্দ্র দে, বিএডিসি অফিসার্স এসোসিয়েশনের সভাপতি জনাব মোঃ মিজানুর রহমান, প্রধান প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ), প্রধান প্রকৌশলী (সওকা) সহ বিএডিসি'র বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী বিজয়ী শিশুদের পুরস্কার বিতরণ করছেন অতিথিবৃন্দ

চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী শিশুদের সাথে উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ

বিএডিসি'র হাইব্রিড ধান বীজের সংগ্রহ মূল্য নির্ধারণ

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) কর্তৃক ১১ এপ্রিল ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত 'মূল্য নির্ধারণ কমিটি'র সভার সিদ্ধান্তক্রমে ২০১৮-১৯ উৎপাদন বর্ষে (বোরোতে) উৎপাদিত বিএডিসি হাইব্রিড ধান-২ (Win-207), বিএডিসি হাইব্রিড ধান-৪ (MJ0031) ও বিএডিসি হাইব্রিড ধান-৬ (MJ0032) জাতের হাইব্রিড ধান (F1) বীজের সংগ্রহ মূল্য নিম্নরূপ নির্ধারণ করা হয়েছে।

ক্র: ন:	বীজের জাত	বীজের শ্রেণি	সংগ্রহ মূল্য (টাকা/কেজি)
০১	বিএডিসি হাইব্রিড ধান-২ (Win-207)	মানঘোষিত	১৫০.০০(একশত পঞ্চাশ টাকা) (রয়েলটি ছাড়া)
০২	বিএডিসি হাইব্রিড ধান-৪ (MJ0031)		
০৩	বিএডিসি হাইব্রিড ধান-৬ (MJ0032)		

কৃষি যন্ত্রপাতিতে ভর্তুকি আরও বাড়ানো হবে- কৃষিমন্ত্রী

কৃষি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি বলেছেন, দেশের কৃষি উন্নয়নে যান্ত্রিকীকরণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যান্ত্রিকীকরণের প্রসার ঘটাতে সরকার উন্নয়ন সহয়তা বা ভতুর্কি দিচ্ছে। কৃষি যন্ত্রপাতিতে ভবিষ্যতে ভতুর্কি আরও বাড়ানো হবে।

গত ২৫ এপ্রিল ২০১৯ তারিখে রাজধানীর ফার্মগেটের কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ (কেআইবি) অডিটরিয়ামে তিন দিনের জাতীয় কৃষি যন্ত্রপাতি মেলা ২০১৯' উপলক্ষ্যে ' বাংলাদেশে কৃষি যান্ত্রিকীকরণে অর্জন, সমস্যা ও সম্ভাবনা' বিষয়ক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

মাননীয় মন্ত্রী বলেন, দেশে এখনও কৃষির গুরুত্ব অনেক বেশি। জিডিপিতে কৃষির অবদান ১৭ থেকে ১৮ ভাগ। বর্তমান সরকার কৃষিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কৃষিতে বাজেটে সবচেয়ে বেশি বরাদ্দ দিয়েছেন। তিনি বলেন, কৃষির যে অর্জন তা কোন যাদুর কাঠিতে অর্জন হয়নি। এখানে বর্তমান সরকারে অনেক অবদান রয়েছে। বর্তমানে মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তারাও আগের চেয়ে অনেক বেশি কাজ করছেন।

তিনি আরও বলেন, কৃষিকে লাভজনক ও বাণিজ্যিকীকরণে যান্ত্রিকীকরণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এজন্য সরকার কৃষি যান্ত্রিকীকরণের সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছে। কৃষি উন্নয়নে সাংবাদিকদের কাছ থেকে যথেষ্ট সহয়তা প্রয়োজন।

জাতীয় কৃষি যন্ত্রপাতি মেলায় বিএডিসি'র স্টল পরিদর্শন করছেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী কৃষিবিদ ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি, কৃষি সচিব জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান ও বিএডিসি'র চেয়ারম্যানসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ

সরকারের ধান ক্রয় প্রসঙ্গে কৃষিমন্ত্রী কলেন, সরকারিভাবে ধান ক্রয়ে কৃষকদের লাভ হয় না। লাভবান হয় মিলাররা। এজন্য কৃষি উপকরণের ওপর আরো বেশি প্রণোদনা ও সহায়তা দেয়ার চিন্তা করা যেতে পারে। প্রধানমন্ত্রীর আন্তরিক প্রচেষ্টায় দেশ এখন সত্যিকার উন্নয়নের মহসড়কে। কৃষিকে সার্বিক উন্নয়নের সঙ্গে যুক্ত করতে যান্ত্রিকীকরণের কর্মকাণ্ডকে বেগবান করতে হবে।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মহাপরিচালক ড. মোঃ আব্দুল মুঈদের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথির বক্তব্য দেন কৃষি সচিব জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান।

সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি শক্তি ও যন্ত্র বিভাগের প্রফেসর ড. মোঃ মুঞ্জুরুল আলম। মূল প্রবন্ধের ওপর আলোচনা করেন পরিকল্পনা কমিশনের প্রাক্তন সদস্য ও বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের এমেরিটাস প্রফেসর ড. এম এ সাত্তার মন্ডল, কৃষি গবেষণা ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক ড. ওয়ায়েস কবীর, এসিআই মটরস লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. এফ এইচ আনসারী ও দেশি কৃষি যন্ত্রের উদ্ভাবক কৃষক মোঃ আনোয়ার হোসেন । অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের খামার যান্ত্রিকরণ প্রকল্প (২য় পর্যায়) এর প্রকল্প পরিচালক শেখ মোঃ নাজিম উদ্দিন। কেআইবি চত্বরে 'যান্ত্রিকীকরণই গড়বে আধুনিক ও লাভজনক কৃষি' প্রতিপাদ্যে আয়োজিত এ মেলা উদ্বোধন করে বিএডিসি স্টলসহ বিভিন্ন স্টল ঘুরে দেখেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, কৃষি সচিব জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামান, বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ ফজলে ওয়াহেদ খোন্দকারসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ। এর আগে মেলা উপলক্ষ্যে এক বর্ণাঢ্য র‍্যালি জাতীয় সংসদের দক্ষিণ প্লাজা থেকে শুরু হয়ে কেআইবি চত্বরে শেষ হয়।

মেলায় সরকারি ৮টি ও বেসরকারি ২১টি প্রতিষ্ঠানের ২৭ টি স্টল ৩টি প্যাভেলিয়ন রয়েছে। বিভিন্ন প্রকার আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি ও ব্যবহার সম্পর্কে প্রযুক্তি নির্ভর প্রদর্শনী সাজিয়েছে

(বাকী অংশ ১৩ পৃষ্ঠায়)

বিএডিসিতে গণহত্যা দিবস উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

বিএডিসিতে গণহত্যা দিবস ২০১৯ উপলক্ষ্যে গত ২৫ মার্চ ২০১৯ তারিখে সংস্থার কৃষি ভবনস্থ সম্মেলন কক্ষে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের কণ্ঠে স্মৃতিচারণ, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণের তাৎপর্য এবং দেশের উন্নয়ন অগ্রগতি বিষয়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

আলোচনা সভায় সভাপতির বক্তব্য রাখছেন বিএডিসি'র সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান) জনাব ঝরনা বেগম

গণহত্যা দিবস উপলক্ষ্যে ২৫ মার্চ ২০১৯ তারিখ বাদ যোহর কৃষি ভবনস্থ মসজিদে জাতির শান্তি, সমৃদ্ধি, দেশের উন্নয়ন, অগ্রগতি এবং ২৫ মার্চ রাতে ও স্বাধীনতাযুদ্ধে নিহত সকল শহিদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করে বিশেষ মোনাজাতের আয়োজন করা হয়।

আলোচনা সভায় স্মৃতিচারণ করছেন বিএডিসি'র সাবেক প্রধান প্রকৌশলী বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব মোঃ আকতার হোসেন খান

এছাড়া বিএডিসি'র আওতাধীন মাঠ পর্যায়ের সকল মসজিদে বাদ যোহর বিশেষ মোনাজাত এবং অন্যান্য উপাসনালয়ে সুবিধাজনক সময়ে প্রার্থনার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

গণহত্যা দিবস উপলক্ষ্যে আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন বিএডিসি'র সাবেক সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান) জনাব ঝরনা বেগম। আলোচনা অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন বিএডিসি'র সদস্য পরিচালক (অর্থ) জনাব মোমিনুর রশিদ আমিন, সদস্য পরিচালক (সার ব্যবস্থাপনা) জনাব তুলসী রঞ্জন সাহা। এছাড়া আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন বিএডিসি বঙ্গবন্ধু পরিষদের সভাপতি জনাব মুহাঃ আজহারুল ইসলাম এবং বিএডিসি শ্রমিক কর্মচারী লীগ বি-১৯০৩ (সিবিএ) এর সভাপতি জনাব মোঃ ওমর ফারুক।

অনুষ্ঠানে মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচারণ করেন বিএডিসি'র সাবেক প্রধান প্রকৌশলী বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আকতার হোসেন খান এবং বিএডিসি'র সাবেক কর্মকর্তা জনাব মোঃ আয়ুব আলী। গণহত্যা দিবস উপলক্ষ্যে কৃষি ভবনের সম্মেলন কক্ষে জনসংযোগ বিভাগ কর্তৃক "স্টপ জেনোসাইড" চলচ্চিত্র প্রদর্শন করা হয়। বিএডিসি'র মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে স্থানীয় জেলা ও উপজেলা প্রশাসন কর্তৃক আয়োজিত গণহত্যা দিবসের অনুষ্ঠানে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

আলোচনা সভায় 'স্টপ জেনোসাইড' চলচ্চিত্র প্রদর্শন করা হচ্ছে

আগামী ২০১৯-২০ বিতরণ বর্ষের আমন ধানবীজ বিতরণ কৌশল নির্ধারণ শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

গত ১০ এপ্রিল ২০১৯ তারিখে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর আগামী ২০১৯-২০ বিতরণ বর্ষের আমন ধানবীজ বিতরণ কৌশল নির্ধারণ, ২০২০-২১ উৎপাদন বর্ষের জন্য আমন ধানবীজের উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ এবং অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিকরণ সম্পর্কিত কর্মশালা সংস্থার সদর দপ্তরের কৃষি ভবনস্থ সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। বিএডিসি'র বীজ বিতরণ বিভাগ এ কর্মশালার আয়োজন করে।

কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ ফজলে ওয়াহেদ খোন্দকার। সভাপতিত্ব করেন সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান) জনাব ঝরনা বেগম। কর্মশালায় বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন বিএডিসি'র সদস্য পরিচালক (অর্থ) জনাব মোমিনুর রশিদ আমিন, সদস্য পরিচালক (সার ব্যবস্থাপনা) জনাব তুলসী রঞ্জন সাহা, সদস্য পরিচালক (ক্ষুদ্রসেচ) জনাব মোঃ আঃ জলিল এবং সংস্থার সচিব জনাব আব্দুল লতিফ মোল্লা। এছাড়া কর্মশালায় সাবেক মহাব্যবস্থাপক (বীজ) জনাব আশুতোষ লাহিড়ী, মহাব্যবস্থাপক (এএসসি) জনাব মুহাঃ আজহারুল ইসলাম বক্তব্য রাখেন। প্রধান অতিথির বক্তব্যে বিএডিসি'র চেয়ারম্যান বলেন, কোন এলাকায় কোন জাতের চাহিদা আছে সেটা বিবেচনা করে চাহিদা নিরূপণ করতে হবে।

প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ ফজলে ওয়াহেদ খোন্দকার

বীজ বিতরণের ক্ষেত্রে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের নেটওয়ার্ক কাজে লাগাতে হবে। কমমূল্যে মানসম্মত বীজ সময়মত কৃষকদের দিতে হবে।

বিএডিসিতে বিশ্ব নারী দিবস ২০১৯ উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

ড. নমিতা হালদারকে ক্রেস্ট প্রদান করছেন বিএডিসি উইমেন্স এসোসিয়েশনের সভাপতি কৃষিবিদ মনিরা রহমান

"সবাই মিলে ভাবো, নতুন কিছু করো নারী পুরুষ সমতার নতুন বিশ্ব গড়ো" এই শ্লোগানকে সামনে রেখে গত ১১ মার্চ ২০১৯ তারিখে বিশ্ব নারী দিবস উপলক্ষ্যে বিএডিসি'র কৃষি ভবনস্থ সম্মেলন কক্ষে বিএডিসি উইমেন্স এসোসিয়েশন কর্তৃক আয়োজিত এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাবেক সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় ও যুগ্মমহাসচিব বিসিএস উইমেন্স নেটওয়ার্ক ড. নমিতা হালদার। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান), জনাব ঝরনা বেগম। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংস্থার সচিব জনাব আব্দুল লতিফ মোল্লা এবং বিএডিসি'র পেশাজীবী সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

উপস্থিত অতিথিবৃন্দসহ সবাইকে লাল গোলাপ উপহার দিয়ে এবং জেগে উঠো নারী সূচনা সংগীতের মাধ্যমে প্রিয়াংকা সরকার ও আসমা খাতুনের উপস্থাপনায় অনুষ্ঠান শুরু হয়। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বিএডিসি উইমেন্স এসোসিয়েশনের সভাপতি কৃষিবিদ মনিরা রহমান। বক্তব্য রাখেন সহকারী প্রকৌশলী জনাব জেরীনুত তামান্না, বিএডিসি উইমেন্স এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক জনাব রেবেকা লাইজু, সহ-সভাপতি জনাব শারমিন জাহান, জনাব রাবেয়া আক্তার, উপদেষ্টা মন্ডলীর সদস্য জনাব রুনা লায়লা, জনাব মেরিনা শারমিন।

এছাড়া আরো বক্তব্য রাখেন বিএডিসি অফিসার্স এসোসিয়েশনের সভাপতি জনাব মোঃ মিজানুর রহমান, প্রধান প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ) জনাব মোঃ জিয়াউল হক, মহাব্যবস্থাপক (উদ্যান), জনাব মোঃ নুরনবী সরদার মহাব্যবস্থাপক (এএসসি), জনাব মুহাঃ আজহারুল ইসলাম, মহাব্যবস্থাপক (বীজ) জনাব মোঃ ফারুক জাহিদুল হক এবং সাবেক মহাব্যবস্থাপক (সার ব্যবস্থাপনা) জনাব আশুতোষ লাহিড়ী। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ড. নমিতা হালদার ও জনাব ঝরনা বেগমকে বিএডিসি উইমেন্স এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে সম্মাননা ক্রেস্ট প্রদান করা হয়।

ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়নে চ্যালেঞ্জ ও মোকাবেলায় সম্ভাব্য করণীয়

মোঃ ফেরদৌসুর রহমান, প্রধান প্রকৌশলী (নির্মাণ), বিএডিসি, ঢাকা

কম ক্ষমতার এক বা একাধিক সেচযন্ত্র অথবা পানি সংরক্ষণ অবকাঠামো দ্বারা কৃষি জমিতে (১ হাজার হেক্টর পর্যন্ত) সেচ প্রদানই মূলত: ক্ষুদ্রসেচ। বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর ২০১৭-১৮ রবি মৌসুমের পরিসংখ্যান অনুযায়ী ক্ষুদ্রসেচের আওতায় দেশে ১৭৬৪৭৮টি শক্তিচালিত পাম্প (LLP), ৩৭১৭৫ টি গভীর নলকূপ (DTW) এবং ১৩৯৮৯৬০ টি অগভীর নলকূপ (STW) আছে। এ ছাড়া দোন, সেওতি, ট্রেডল পাম্প, আর্টেশিয়ান ওয়েল, ডাগওয়েল, রাবার ড্যাম, ভাসমান সেচ পাম্প, সোলার সেচ পাম্প ক্ষুদ্রসেচ কার্যক্রমে ব্যবহৃত হচ্ছে।

বিএডিসি'র মাধ্যমে ১৯৬১ সালে ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়নের আধুনিকায়ন শুরু হয়। গ্রাম এলাকায় দমকল (LLP) নামে সমধিক পরিচিত ইঞ্জিনচালিত পাম্প দ্বারা পানি উত্তোলন করে সেচ ব্যবস্থার যান্ত্রিকীকরণ শুরু হয়। এর ধারাবাহিকতায় গভীর নলকূপ, অগভীর নলকূপ ভাসমান সেচ পাম্প, রাবার ড্যাম, সৌরশক্তি চালিত পাম্প, ডাগওয়েল স্থাপন/সরবরাহ করে বিএডিসি কৃষক পর্যায়ে সেচ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন অব্যাহত রাখে। অঞ্চল ভিত্তিক সেচের পানির প্রাপ্যতা, ফসল চাষের ভিন্নতা, মাটি প্রকৃতি, তাপমাত্রা, বৃষ্টিপাত পৃথক হওয়ায় পানি বিতরণ পদ্ধতিরও ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। যেমন- হাওর এলাকায় ধানচাষে কাচা/পাকা/বারিড পাইপ ও প্লাবন পদ্ধতি, আলু চাষে ফারো পদ্ধতি, ফুল/ফল/সবজীতে ড্রিপ সেচ পদ্ধতিতে সেচ প্রদান করা হয়।

বর্তমানে দেশে ৫৫.৫৬ লক্ষ হেক্টর জমিতে রবি মৌসুমে সেচ প্রদান করা হচ্ছে। দেশে সেচযোগ্য জমির পরিমাণ প্রায় ৭২ লক্ষ হেক্টর। সেচকৃত জমির ৮৭% এ ধান চাষ হচ্ছে। অবশিষ্ট ১৫% জমিতে আলু, গম, সবজি, ভুট্টা ও অন্যান্য ফসল চাষ হচ্ছে। যেহেতু ধান চাষে গড়ে জাত বেধে মৌসুমে ১০০০ মি.মি. পানি প্রয়োজন হয়, তাই ভবিষ্যতে নতুন এলাকায় পানি স্বল্পতার কারণে সেচ সম্প্রসারণ কঠিন হয়ে পড়বে। কারণ ইতোমধ্যে কৃষির পাশাপাশি গৃহস্থালি, শিল্প কারখানা ও অন্যান্য কাজে ভূ-গর্ভস্থ/ভূ-উপরিস্থ পানির ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ২০৫০ সন নাগাদ বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের ১৭% জমি তলিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। লবণাক্ত পানি ভূ-উপরিস্থ চ্যানেল ও একুইফারের মাধ্যমে উজানমুখী হওয়ায় প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে তাই ভবিষ্যতে ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়নে বাংলাদেশের কৃষি ও ফসল সেক্টর যে সকল চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে পারে তা নিম্নে দেওয়া হলো-

১। বাংলাদেশ ৭টি হাইড্রোলজিক্যাল জোন ও ৩০ এগ্রো-ইকোলজিক্যাল জোন সমন্বয়ে গঠিত। বৃষ্টিপাত, তাপমাত্রা, বাষ্পায়ন ও মাটির প্রকৃতি ভিন্ন। ফসল আবাদ কৌশলও পৃথক, উত্তরাঞ্চলের জেলা সমূহে ক্রমান্বয়ে শুষ্ক মৌসুমে পানির প্রাপ্যতা হ্রাস ও দক্ষিণাঞ্চলে লবণাক্ততা বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে;

২। বাংলাদেশের নদীগুলোর মধ্যে ৫৭টি Trans boundary নদী আছে সেগুলোর পানি প্রবাহ শুষ্ক মৌসুমে হ্রাস পাচ্ছে। এ ধারা অব্যাহত থাকলে ভূ-উপরিস্থ পানির প্রাপ্যতা আরও হ্রাস পাবে;

৩। উত্তরাঞ্চলসহ দেশের বিভিন্ন এলাকা ভূ-গর্ভস্থ পানির লেবেল (GWT) ভূ-পৃষ্ঠ থেকে মার্চ-এপ্রিল মাসে ৭ থেকে ৩০ মিটার নিচে চলে যায়। ফলে ঐ অঞ্চলে সেচ কার্যক্রম বিঘ্নিত হয়;

৪। Monsoon শেষে হঠাৎ নদীর /খালের পানি প্রবাহ কমে যাওয়ায় নদী/খালে প্রবাহমান পানিতে ভাসমান পলি দ্বারা জলাশয় ভরাট হয়ে যাচ্ছে। ফলে নদী/খালের গভীরতা কমে যাচ্ছে, পানি ধারণ ক্ষমতাও কমছে। যা ভবিষ্যতে ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়নের অন্তরায় হবে;

৫। মার্চ - এপ্রিল মাসে ভূ-গর্ভস্থ পানির লেভেল Suction limit (৭ মিটার) এর বেশি নিচে যাওয়ায় অগভীর নলকূপ, ট্রেডল পাম্প, হস্তচালিত নলকূপের মাধ্যমে পানি উত্তোলন সম্ভব হয় না। যা ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়নকে আরও বাধাগ্রস্থ করবে;

৬। নদীর পানি প্রবাহ কমে যাওয়ায় Suction lift এর মাধ্যমে LLP দ্বারা পানি উত্তোলন করা যায় না। প্রয়োজন হয় Double lifting সেচ ব্যবস্থায় যা সেচ খরচ বাড়িয়ে দিচ্ছে;

৭। দেশের অধিকাংশ এলাকায় যত্রতত্র গভীর নলকূপ স্থাপন করে জমিতে রবি মৌসুমে ধান চাষ হচ্ছে যা মূলত: ব্যক্তিমালিকানায় পরিচালিত হচ্ছে। এতে পানি বিতরণে সামাজিক কোন্দল দেখা দিচ্ছে, বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয়ে আমদানিকৃত সেচযন্ত্র নিম্ন ক্যাপাসিটিতে চলছে;

৮। প্রতি বছর পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত না হলে বা স্বাভাবিক বন্যা না হলে ভূ-গর্ভস্থ পানির পূণর্ভরণ (Recharge) হয় না। ইতোমধ্যে উত্তরাঞ্চলে ও বরেন্দ্র এলাকায় এ সমস্যা হচ্ছে। শস্য ভান্ডার খ্যাত উত্তরাঞ্চলে এ সমস্যা ভবিষ্যতে আরো বাড়তে পারে;

৯। দক্ষিণাঞ্চলের জেলাসমূহে জোয়ারের লোনা পানি এপ্রিল মাসে নদীতে চলে আসে বিধায় বোরো/রবিশস্য আবাদ করা যায় না। নদীতে ভূ-উপরিস্থ পানির প্রবাহ হ্রাস পেলে এ সমস্যা আরো প্রকট হবে;

১০। অক্টোবর-নভেম্বর মাসে নদীর পানি দ্রুত নেমে যাওয়ায় নদী/সংযোগ নদীতে চর দৃশ্যমান হয়। যেখানে ধান উৎপাদন করা যায় না। উপরন্তু আধুনিক পানি বিতরণ ব্যবস্থা না থাকায় অধিকাংশ চর পতিত থাকে;

১১। দক্ষ পানি ব্যবহারকারি গ্রুপ গড়ে না ওঠায় অতিরিক্ত পানি

সেচ কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে যা সেচ খরচ বাড়িয়ে দিচ্ছে, সেচস্কিমে সেচ দক্ষতা কম হচ্ছে;

১২। শুষ্ক মৌসুমে কৃষি উৎপাদনে সেচের পানি অপরিহার্য। বর্তমানে শুধুমাত্র বিদ্যুৎচালিত সেচযন্ত্রে বিদ্যুৎ বিলের ২০% ভর্তুকি দেওয়া হয়। যা প্রকৃত কৃষকের হাতে পৌছে না। ডিজেল ও বিদ্যুৎ চালিত উভয় প্রকার সেচযন্ত্রের ক্ষেত্রে সেচ ভর্তুকি না থাকায় মাঠ পর্যায়ে সামাজিক কোন্দল সৃষ্টি হচ্ছে;

১৩। সেচ ভর্তুকি প্রবর্তন না হলে ভবিষতে বর্গা চাষিরাও কৃষি বিমুখ হবে;

১৪। দেশের অনেক এলাকায় আউশ ও রোপা আমন চাষে সেচের প্রয়োজন হয়। উক্ত ফসল চাষের জন্য সেচ প্রণোদনা না থাকায় কৃষকগণ আউশ ধান চাষে আগ্রহী হয় না;

১৫। বিভিন্ন উৎস হতে ভূ-উপরিস্থ পানি দূষণ হচ্ছে ফলে নদী/জলাধারে পানি থাকা সত্ত্বেও সেচ কাজে ব্যবহার করা যাচ্ছে না; এবং

১৬। ক্ষুদ্রসেচ সংক্রান্ত সমন্বিত ক্ষুদ্রসেচ নীতিমালা ২০১৭, ভূ-গর্ভস্থ পানি ব্যবস্থাপনা আইন ২০১৮, কৃষিনীতি ২০১৮, পানি নীতি ২০১৮ প্রবর্তন হলেও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর দূর্বলতার কারণে বাস্তবায়ন করা যাচ্ছে না। ফলে ক্ষুদ্রসেচ কার্যক্রম পূর্ণাঙ্গতা পাচ্ছে না;

উপর্যুক্ত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় নিম্নোক্ত পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে-

১। ভূ-উপরিস্থ জলাধারসমূহ সংস্কার করে বৃষ্টি ও প্লাবনের পানি সংরক্ষণ করা;

২। সেচকাজে ভূ-গর্ভস্থ ও ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যবহারের সমন্বিত (Conjunctive Use) উদ্যোগ নেওয়া;

৩। Hydrological Zone & Agro-Ecological Zone এর ভিত্তিতে পানির উৎস, ফসল উৎপাদনের জন্য পানির প্রাপ্যতা চিহ্নিত করে পানির চাহিদা নিরূপণ করতে হবে এবং এলাকা ভিত্তিক ফসল উৎপাদন পরিকল্পনা গ্রহণ করা;

৪। বর্তমানে দেশের সেচ দতা ৩৫% যা ২০৩০ সন নাগাদ ৫০% উন্নীত করার পরিকল্পনা আছে। ইহা বাস্তবায়নে সেচের পানি বিতরণে বারিড পাইপ সেচ নালা নির্মাণ, ফিতা পাইপের ব্যবহার, কৃষকদের On farm Water management প্রশিক্ষণ, ধান চাষে AWD ব্যবহার সম্প্রসারণ, কম জীবনকালের ধানের জাত নির্বাচন করার পদক্ষেপ গ্রহণ;

৫। চরাঞ্চল ও পাহাড়ী অঞ্চলে ফুল/সবজি/ফল চাষে কৃষকদের উৎসাহী করা, বরেন্দ্র অঞ্চলে সেচের জন্য কম পানি প্রয়োজন হয় এরূপ ফসল চাষ করা;

৬। জুন-সেপ্টেম্বর মাসে বাংলাদেশে ৯০% বৃষ্টিপাত ও প্লাবনের পানি পাওয়া যায় । অবশিষ্ট ১০% অক্টোবর থেকে মে মাসে পাওয়া যায়। বৃষ্টি ও প্লাবনের পানি সংরক্ষণের জন্য খাল/ছড়া/পুকুর/দিঘী পুনঃখননের উদ্যোগ নেওয়া;

৭। বর্তমানে প্রতিটি ২ কিউসেল গভীর নলকূপে গড় ২৮.৬১ হেক্টর, অগভীর নলকূপ দ্বারা ২.২০ হেক্টর চাষ হচ্ছে যার কমান্ড এরিয়া পানি উত্তোলনের তুলনায় কম। বিতরণ ব্যবস্থা আধুনিকায়ন ও সঠিক ফসল নির্বাচন হলে ভূ-গর্ভস্থ পানির উত্তোলন কমে যাবে এবং কমান্ড এরিয়া বৃদ্ধি পাবে;

৮। রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনেই সেচের পানির দক্ষ ব্যবহারকারি দল (WUG) গঠন করা প্রয়োজন। যা দেশের প্রশাসনিক কাঠামো ভিত্তিক হতে পারে;

৯। সমন্বিত ক্ষুদ্রসেচ নীতিমালা বাস্তবায়ন জোরদার করা প্রয়োজন। এতে সেচ ব্যবস্থা সুশৃঙ্খল হবে, পানি সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার হবে, এলাকা ভিত্তিক সেচ ব্যয় সুষম হবে;

১০। দক্ষিণাঞ্চলের জেলাসমূহে নির্দিষ্ট সময়ে জোয়ারের পানি প্রবেশ রোধে আধুনিক লাগসই পানি নিয়ন্ত্রক/সংরক্ষণ অবকাঠামো নির্মাণ করা যা লবণ পানি প্রবেশ রোধ করবে এবং স্বাদু পানি সেচের জন্য সংরক্ষণ করবে;

১১। পাহাড়ি এলাকায় স্থায়ী রিজার্ভার তৈরি করা। যেখান থেকে সোলার পাম্প/অন্যান্য পাম্পের সাহায্যে সেচের পানি সরবরাহ করা, প্রয়োজনে গ্র্যাভিটি পদ্ধতিতে সেচ দেওয়া;

১২। চরাঞ্চলে স্থানান্তরযোগ্য সেচের পানি রিজার্ভ ট্যাংক স্থাপন করা। সেখান থেকে শুষ্ক মৌসুমে ড্রিপ ও অন্যান্য পদ্ধতিতে তরমুজ, পিয়াজ, রসুন, ভুট্টা, গম ও সবজিতে সেচের ব্যবস্থা করা;

১৩। পকেট এলাকায় সোলার পাম্প চালিত Dug well স্থাপন করা এবং এর মাধ্যমে কম পানির প্রয়োজন হয় এরূপ ফসল চাষ করা;

১৪। সেচযন্ত্রের নাবায়নযোগ্য শক্তি ব্যবহারে কৃষকদের উৎসাহিত করা এবং এ খাতে সরকারি প্রণোদনা প্রদান করা;

১৫। কৃষি জমি ও জলাশয় স্থায়ীভাবে চিহ্নিত করা। কৃষি জমি রক্ষার্থে প্রয়োজনে গ্রামীণ এলাকায় নির্দিষ্ট স্থানে বহুতল আবাসিক ভবন/বাজার/শিল্প কারখানা/স্কুল/হাসপাতাল নির্মাণের পরিকল্পনা করা;

১৬। সেচ ব্যবস্থার সংস্থান রেখে উত্তরাঞ্চল ও দক্ষিণাঞ্চলসহ অন্যান্য এলাকায় আউশ/আমন চাষে উৎসাহিত করা;

১৭। পানির প্রাপ্যতা, চাহিদা, পানির গুণাগুণ, পুণর্ভরণ, লবণাক্ততার অনুপ্রবেশ নিয়মিত পর্যবেক্ষণের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া; এবং

১৮। খরা/আগাম প্লাবন মোকাবেলায় Early Warning System চালু করা। সেচ সংক্রান্ত মোবাইল Apps চালু করা ।

ফসলের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে বিএডিসি'র বীজ এর ভূমিকা

ড. মোঃ শাফায়েত হোসেন, উপব্যবস্থাপক(বীপ্রস), বিএডিসি, ঢাকা

কৃষির উন্নয়নে বীজই প্রধান ও মূখ্য উপকরণ। বীজ ভাল না হলে অন্যান্য উপকরণের ব্যবহার ফলপ্রসূ হয়না, কখনও কখনও একেবারেই অপচয় হয়। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি তথা কৃষির সামগ্রিক উন্নতি নির্ভর করে সময়মত প্রয়োজনীয় পরিমাণ মানসম্পন্ন বীজ ব্যবহারের উপর। যদিও এদেশের কৃষকদের অনেকেই পূর্ববর্তী বছরে উৎপাদিত ফসলের রেখে দেয়া একটা অংশ পরবর্তী বছর বীজ হিসেবে ব্যবহার করে আসছে কিন্তু সবসময় এ বীজে মানসম্পন্ন বীজের গুণাগুণ বিদ্যমান থাকে না। মানসম্পন্ন বীজ ১৫-২০% পর্যন্ত ফলন বৃদ্ধি করতে সক্ষম। মানসম্পন্ন বীজ ব্যবহার না করার কারণে একদিকে যেমন ফসলের ফলন হ্রাস পায় অন্যদিকে অনুমোদিত মাত্রার চেয়ে বেশি মাত্রায় এসব বীজ ব্যবহার হওয়ায় অপচয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। বিশিষ্ট বীজ বিজ্ঞানী ড. মোঃ নজমুল হুদা কর্তৃক রচিত Why Quality Seed বই এ উল্লেখ রয়েছে যে, মাত্রাতিরিক্ত বীজ ব্যবহারের ফলে অপচয় হয় প্রায় ৫ লক্ষ টন বীজ যা খাদ্যশস্য হিসেবে ব্যবহার করা যেত। বর্তমান বাজার মূল্য হিসেবে এ অপচয়ের আনুমানিক মূল্য প্রায় ১০০০ কোটি টাকা। সময়ের পরিবর্তন এসেছে। ভাল বীজের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারছে এদেশের সচেতন কৃষক সমাজ। বিএডিসি'র বীজ কৃষকের নিকট গ্রহণযোগ্যতা পেতে থাকে। ক্রমবর্ধমান হারে বাড়তে থাকে এ বীজের চাহিদা। বিএডিসি বিভিন্ন ফসলের মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন, সংগ্রহ, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণ ছাড়াও চারা ও গুটি কলম তৈরি ও বিতরণসহ বীজ প্রযুক্তি বিস্তারে কাজ করছে। এছাড়াও আধুনিক বীজ প্রযুক্তির সাথে পরিচয় ঘটানোর জন্য কৃষকদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান ও প্রযুক্তি হস্তান্তর সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

বিএডিসি'র বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্রে সংগৃহীত বীজ লট আকারে রাখা হয়েছে

১৯৬২-৬৩ সালে বিএডিসি প্রায় ১৩.৮০ মে.টন বীজ সরবরাহের মাধ্যমে এ দেশে বীজ কার্যক্রম শুরু করে। বর্তমানে এর পরিমাণ প্রায় ১.৫০ লক্ষ মে. টন। বীজ প্রযুক্তির ধাপ অনুসরণ করে বিএডিসি বীজ উৎপাদন ও সরবরাহ কার্যক্রম ১৯৭৪-৭৫ সালে শুরু করে। এ কার্যক্রমের আওতায় ১৯৭৬-৭৭ সালে ৫৭৬ মে.টন মানসম্পন্ন গমবীজ কৃষক পর্যায়ে সরবরাহ করা হয়। বিভিন্ন প্রকার বীজ সরবরাহের পরিমাণ ১৯৭৭-৭৮ সালে বৃদ্ধি পেয়ে ৫০৬৬ মে.টনে উন্নীত হয়। ১০ বছর পর অর্থাৎ ১৯৮৭-৮৮ সালে বীজ সরবরাহের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে দাড়ায় ২৭৭১৯ মে.টনে এবং আরও ১০ বছর পর অর্থাৎ ১৯৯৮-৯৯ সালে বীজ সরবরাহের পরিমাণ দাঁড়ায় ৪০৮০০ মে.টন। উল্লেখ্য যে, এসময় পর্যন্ত বিএডিসি'ই ছিল দেশে বীজ উৎপাদন ও সরবরাহের ক্ষেত্রে একমাত্র প্রতিষ্ঠান। উদার বীজনীতির আলোকে পরবর্তীতে প্রাইভেট সিড কোম্পানির মাধ্যমে বীজ কার্যক্রম শুরু হয়। কৃষি মন্ত্রণালয়ের তথ্যমতে ২০১৭-১৮ বর্ষে ১,০৫,১০৯ মে.টন দানাশস্য বীজ, ৩১,২৪৬ মে.টন বীজআলুসহ বিভিন্ন ফসলের মোট ১,৩৯,৫৮১ মে.টন বীজ উৎপাদন ও বিতরণ করা হয়। মোট চাহিদাকৃত আউশ, আমন, বোরো ধানবীজ এবং গমবীজ এর বিপরীতে শতকরা হিসেবে বিএডিসি কর্তৃক যথাক্রমে ৭.২০, ১২.৫৭, ৫৯.১৯ এবং ৪১.১৪ ভাগ বীজ সরবরাহ করা হয়েছে। চলতি ২০১৮-১৯ উৎপাদন বর্ষে মোট বীজ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ১,৪৩,৩৫৫ মে.টন। তন্মধ্যে দানাদার শস্যবীজ এর লক্ষ্যমাত্রা ১,০৪,৯১৮ মে. টন এবং বীজআলুর লক্ষ্যমাত্রা ৩৩৮৫০ মে.টন। কৃষির উৎপাদনক্ষমতা বৃদ্ধি করা সম্ভব ভাল বীজ দ্বারা নিম্নমানের বীজ প্রতিস্থাপনের (SRR) মাধ্যমে। পূর্বের তুলনায় বর্তমানে বীজ প্রতিস্থাপনের হার (SRR) অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। বিএডিসি'র বীজের পাশাপাশি প্রাইভেট সিড কোম্পানিও এক্ষেত্রে বেশ ভূমিকা রাখছে। তবে এক্ষেত্রেও বিএডিসি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অবদান রাখছে। ফসলভিত্তিক বীজের অবদান বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, শুধু হাইব্রিড ধানবীজ ব্যবহারের মাধ্যমে ধানের ফলন কয়েকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে বছরে প্রায় ১০,০০০ মে.টন হাইব্রিড ধানবীজ ব্যবহৃত হচ্ছে।

(বাকী অংশ ১১ পৃষ্ঠায়)

বিএডিসি কর্তৃক ২০১৭-১৮ বর্ষে বীজ বিতরণ এবং ২০১৮-১৯ বর্ষে বীজ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা (মে. টন)

ফসলের নাম	২০১৭-১৮ বর্ষে বিতরণকৃত বীজ	২০১৮-১৯ বর্ষে উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা	ফসলের নাম	২০১৭-১৮ বর্ষে বিতরণকৃত বীজ	২০১৮-১৯ বর্ষে উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা
আউশ ধান	১৯৩৬	২০৪৯	বীজআলু	৩১২৪৬	৩৩৮৫০
আমন ধান	১৭৮৪৭	২২১৬৯	পাটবীজ	২৩৬	৪৩৭
বোরো (উফশী)	৬৬৬৩০	৬৩৭৯০	ডালবীজ	২৩৬৪	২৩১০
বোরো (হাইব্রিড)	৬০৯	৮৫০	তৈলবীজ	১৪২৭	১৫৪০
গমবীজ	১৮০৭৭	১৫৯৬০	সবজি বীজ	৭৩	১০০
ভূট্টাবীজ	১০	১০০	মসলা বীজ	১০৬	২০০

তথ্যসূত্র: মহাব্যবস্থাপক (বীজ), বিএডিসি এর দপ্তর

২০১৭-১৮ সালে বিএডিসি কর্তৃক ৬০৯ মে.টন বোরো হাইব্রিড ধানবীজ বিতরণ করা হয়েছে। ২০১৮-১৯ সালে বোরো হাইব্রিড ধানবীজের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ৮৫০ মে.টন। উন্নতমানের বীজ সরবরাহ ও ব্যবহারের কারনে দেশ আজ খাদ্যশস্যে প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণ পর্যায়ে চলে এসেছে। উচ্চ ফলনশীল এবং মানসম্পন্ন বীজআলুর ব্যবহার বৃদ্ধির কারণে আলুর ফলনও ক্রমবর্ধমান হারে বেড়েই চলেছে। ২০১৬-১৭ মৌসুমে আলুর ফলন হয়েছে প্রায় ১ কোটি মে. টন এর উপর। আলুর ফলন ক্রমান্বয়ে বেড়েই চলেছে। ক্রমবর্ধমান হারে উৎপাদিত ফসল দেশের খাদ্য নিরাপত্তা বিধান ও খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। আর এসব হচ্ছে মূলত বিএডিসি কর্তৃক ভাল বীজের ব্যবহার বৃদ্ধির ফল।

বীজআলুর ক্ষেত্রে ভিত্তিমানের বীজ উৎপাদনে বিগত দিনে বিএডিসি বিদেশ হতে আমদানিকৃত ব্রিডার বীজের উপর নির্ভরশীল ছিল। বর্তমানে বিএডিসি'র নিজস্ব জীব প্রযুক্তি ল্যাবরেটরীতে প্লান্টলেট তৈরি করে সেখান হতে ব্রিডার বীজের অনুরূপ মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন ও বর্ধন করা হচ্ছে। এতে দেশে অভিযোজনসম্পন্ন ও কৃষকের চাহিদাকৃত বীজের উৎপাদন সম্ভব হচ্ছে ও বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় করা যাচ্ছে। এতে দেশব্যাপী আলু উৎপাদন অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটকে বিবেচনায় নিয়ে পটুয়াখালি জেলার দশমিনা উপজেলায় ৪২২ হেক্টরের একটি বীজ বর্ধন খামার স্থাপন করা হয়েছে। এর ফলে উপকূলীয় অঞ্চলের উপযোগী ফসলের বীজ পরিবর্ধনপূর্বক কৃষক পর্যায়ে সরবরাহ করা সম্ভব হচ্ছে। সাম্প্রতিক জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে দেশে খরা, বন্যা, লবনাক্ততা ও জলমগ্নতা ফসল উৎপাদন ঝুঁকির মধ্যে ফেলে দিয়েছে। এমতাবস্থায় গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলো জরুরিভিত্তিতে খরা, বন্যা, লবণাক্ততা ও জলমগ্নতাসহিষ্ণু জাত উদ্ভাবন জোরদার করেছে এবং অব্যাহত রেখেছে। পাশাপাশি বিএডিসি এসব প্রতিকূলতাসহিষ্ণু জাতের মৌলবীজ দ্রুততার সাথে সংস্থার নিজস্ব খামারে পরিবর্ধনের মাধ্যমে ভিত্তিবীজ উৎপাদনপূর্বক চুক্তিবদ্ধ চাষিদের দ্বারা প্রত্যায়িত/

বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্রে চুক্তিবদ্ধ চাষিদের দ্বারা উৎপাদিত বীজ সংগ্রহ করা হচ্ছে

মানঘোষিত বীজ উৎপাদন করছে এবং প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণের পর পরবর্তী মৌসুমে দেশের উত্তর ও দক্ষিণাঞ্চলে সমস্যাপীড়িত জেলাসমূহের চাষীদের নিকট বিতরণ/বিক্রির ব্যবস্থা গ্রহণ করছে। ২০১৭-১৮ বছরে বিভিন্ন ফসলের মোট উৎপাদিত বীজের প্রায় ১১% প্রতিকূলতাসহিষ্ণু জাতের বীজ উৎপাদিত হয়েছে এবং তা পরবর্তী মৌসুমে কৃষকদের নিকট সরবরাহের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধি ও জনগণের পুষ্টিমান উন্নয়নের জন্য নোয়াখালী জেলার সুবর্ণচর উপজেলায় বিএডিসি কর্তৃক ২০১৪-১৫ অর্থবছরে একটি ডাল ও তৈলবীজ বর্ধন খামার স্থাপন করা হয়েছে। উক্ত খামারে উৎপাদিত বীজ নোয়াখালী ও লক্ষীপুর জেলার চর এলাকায় ব্যবহারের ফলে ডাল ও তৈল ফসলের একর প্রতি ফলন বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলার জন্য বিএডিসি'র আওতাধীন বীজের আপৎকালীন মজুদ নামক একটি কার্যক্রম চালু রয়েছে। এ কার্যক্রমের আওতায় প্রাকৃতিক দূর্যোগ উত্তর প্রতিকূলতা সহিষ্ণু বিভিন্ন জাতের বীজ বিতরণ করা হয়ে থাকে। ফলে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্য ও পুষ্টি চাহিদা পূরণে বিএডিসি কর্তৃক বর্ধিত পরিমাণ বীজ উৎপাদন ও সরবরাহ কার্যক্রম গ্রহণ ও তা বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে।

খাল বদলে দিয়েছে ১০ গ্রামের কৃষকের ভাগ্য

জামালপুর সদর উপজেলার তিতপল্লা ইউনিয়নের পাবই এবং মনিকা বিলে দুটি খাল পুনঃখনন ও সংস্কার করা হয়েছে। এতে ওই মরা খাল দিয়ে পানি প্রবাহ শুরু হয়েছে। ফসলি মাঠের মাঝখান দিয়ে খননকৃত খালে পানির স্রোতধারা প্রবাহিত হওয়ায় ওই এলাকার হাজার হাজার প্রান্তিক কৃষকের অনাবাদি আবাদি ভূমিতে পরিণত হয়েছে। কম খরচে হাতের কাছে পানি পাওয়ায় স্থানীয় কৃষকদের চাষাবাদ অনেকটাই সহজ হয়ে গেছে। এলাকাবাসী জানায়, পাবই বিলটি পাবই খাল হতে উৎপন্ন হয়ে পাবই, কাস্টসিংগা ও শিলকুড়িয়া গ্রামের ফসলি জমির ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বামুনঝি বিলে পতিত হয়েছে। অন্যদিকে মনিকা বিলটি মনিকা বিল হতে উৎপন্ন হয়ে চরশী, নারায়ণপুর ও পিণ্ডারহাটি গ্রামের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে দুবলী বিলে পতিত হয়েছে।

ইউপি চেয়ারম্যান মোঃ হারুন অর রশিদ সেলিম জানান, পলি ও মাটি পড়ে বিল দুটি ভরাট হয়ে যাওয়ায় প্রতি বছর আমন মৌসুমে ইউনিয়নের ৬-৭টি মৌজার প্রায় ২০০০ হেক্টর জমিতে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হতো। এতে আমন ধানের চাষাবাদ ব্যাহত হয়ে আসছিল। অতি বৃষ্টিপাত হলে কৃষকরা বোরো ধান ঘরে তুলতে পারতো না। বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের (বিএডিসি) উদ্যোগে গত অর্থবছর ভরাটকৃত বিলটি পুনঃখননের উদ্যোগ নেয়া হয়।

ময়মনসিংহ ও ঢাকা বিভাগের টাঙ্গাইল ও কিশোরগঞ্জ জেলার ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে খাল দুটির ৬ কিলোমিটার পুনঃখনন ও সংস্কার কাজ বাস্তবায়ন করা হয়। এতে দীর্ঘদিন পরে মরা খালে পানি প্রবাহ ফিরে আসে। ফলে ওই এলাকার প্রান্তিক কৃষকদের মনে স্বস্তি ফিরে আসে। স্থানীয় কৃষক আনোয়ার হোসেন, আ. ছাত্তার, মনহর আলী, আ. আজিজ জানান, খালটি খনন ও সংস্কারের কারণে আগামী আমন মৌসুমে জমিতে জলাবদ্ধতা থাকবে না। খালের পানি দিয়ে সম্পূরক সেচের পাশাপাশি বোরো মৌসুমেও জমিতে সেচ কাজ চলবে।

বিএডিসি জামালপুর রিজিয়নের নির্বাহী প্রকৌশলী আবু আহমেদ মাহমুদুল হাসান জানান, খালের দু'পাশের জমির জলাবদ্ধতা রোধকল্পে খালের পাড়ে নির্দিষ্ট দূরত্বে ইউপিভিসি পাইপের মাধ্যমে আউটলেট তৈরি করা হয়েছে। তাছাড়া খালের পাড়ের মাটি ধরে রাখতে বিভিন্ন ফলদ, বনজ ও ঔষধি গাছ লাগানো হবে।

সংকলিত: দৈনিক সমকাল
৩০এপ্রিল, ২০১৯

মুক্তাগাছায় কচুয়া খাল খননে সেচ সুবিধা পাচ্ছে কৃষক

কচুয়া খাল পুনঃখনন করা হয়েছে। এতে খালে পানিপ্রবাহ ফিরে আসায় কৃষকদের মনে স্বস্তি ফিরে এসেছে । এর ফলে আগামী আমন মৌসুমে জলাবদ্ধতা হবে না বলে জানিয়েছেন তারা। বিএডিসি অফিস ও স্থানীয় কৃষকদেও সঙ্গে কথা কলে জানা যায়, বিএডিসি অর্থায়নে ২০১৮ সালের ডিসেম্বর মাস থেকে শুরু হওয়া পুনঃখনন কাজ ২০১৯ সালের মার্চ পর্যন্ত ২ দশমিক ৪ কিলোমিটার অংশ খনন করা হয়। ২২ লাখ টাকা ব্যয় ধার্য হয়। বিএডিসি নিজস্ব তত্ত্বাবধানে মেসার্স ইমদাদ বিল্ডার্স নামের ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান কাজটি সম্পাদন করে। গত আমন মৌসুমে কাশিমপুর ইউনিয়নের সোনারগাঁও, সুহিলা, পালগাঁও, শৈলচাপড়া, কাতকাই, বিরুলিয়াসহ পার্শ্ববর্তী গ্রামের প্রায় এক হাজার কৃষকের কমপক্ষে ২ হাজার একর জমিতে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হওয়ায় চাষাবাদ ব্যাহত হয়। বোরো মৌসুমে মারাত্মক সেচ সংকট দেখা দেওয়ায় গত বছর খালটির পুনঃখনন কাজ শুরু করা হয়। কাজ শেষ হওয়ার পর এখন পানি প্রবাহিত হচ্ছে। কৃষকেরা আমন মৌসুমে খালে পানি পাবেন বলে আশা করা হচ্ছে। পাশাপাশি চলতি বোরো মৌসুমে খালের পানি ভাটির দিকে প্রবাহিত হচ্ছে। স্থানীয় জনপ্রতিনিধি আমজাদ হোসেন, কৃষক ইউনুস আলী, তারা মিয়া, সুরুজ তালুকদার জানান, খালটি পুনঃখননে পানি ভাটিতে আসতে শুরু করেছে। এ পানি দিয়ে আমরা জমিতে সেচ দিচ্ছি।

সসংকলিত: দৈনিক ইত্তেফাক
২৭ মার্চ ২০১৯

বিএডিসি'র সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান) পদে ড. শেখ হারুনুর রশিদ আহমদ এর যোগদান

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপন মোতাবেক গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের যুগ্মসচিব ড. শেখ হারুনুর রশিদ আহমদ গত ২৫ এপ্রিল, ২০১৯ তারিখে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান) পদে যোগদান করেন। বর্তমান পদে যোগদানের পূর্বে তিনি মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব পদে কর্মরত ছিলেন। ড. শেখ হারুনুর রশিদ আহমদ বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় হতে কৃষি বিষয়ে স্নাতক (সম্মান) এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় হতে কৃষি সম্প্রসারণ ও গ্রামীণ উন্নয়ন বিষয়ে স্নাতকোত্তর ও পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি ১৯৮৭ সালে বিসিএস (কৃষি) ক্যাডারের একজন সদস্য হিসেবে তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন এবং কৃষি মন্ত্রণালয়াধীন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ও বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর বিভিন্ন পদে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় এবং মৎস ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ে উপসচিব পদে দক্ষতার সাথে বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করেন। তিনি দেশ বিদেশের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ/কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন। ড. শেখ হারুনুর রশিদ আহমদ নরসিংদী জেলার মনোহরদী উপজেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একটি পুত্র সন্তান ও একটি কন্যা সন্তানের জনক।

বিএডিসি অফিসার্স এসোসিয়েশনের নির্বাচন অনুষ্ঠিত

সভাপতি

সাধারণ সম্পাদক

গত ২৭ এপ্রিল ২০১৯ তারিখে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর সদর দপ্তর কৃষি ভবনস্থ সম্মেলন কক্ষে বিএডিসি অফিসার্স এসোসিয়েশনের নির্বাচন ও বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত সভায় ২০১৯-২১ মেয়াদের জন্য মহাব্যবস্থাপক (অর্থ) জনাব মোঃ কামরুল হাসান সভাপতি এবং চেয়ারম্যান মহোদয়ের একান্ত সচিব জনাব পলাশ হোসেন সাধারণ সম্পাদক পদে সদস্যদের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হয়। সাংগঠনিক সম্পাদক পদে জনাব মোঃ জামাল উদ্দিন ও অর্থ সম্পাদক পদে জনাব রিয়াজ উদ্দিন নির্বাচিত হয়।

এছাড়া বিএডিসি অফিসার্স এসোসিয়েশনের ৫ সদস্য বিশিষ্ট উপদেষ্টা পরিষদ ও ২১ সদস্য বিশিষ্ট কার্য নির্বাহী কমিটি গঠন করা হয়। উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যরা হলেন জনাব মেরিনা সারমীন, জনাব আহমেদ হাসান আল মাহমুদ, জনাব রুনা লায়লা, জনাব মোঃ ফেরদৌস রহমান ও ডা. আফরোজা খানম।

কার্যনির্বাহী কমিটির অন্যান্যরা হলেন সহ-সভাপতি-১ জনাব স্বপন কুমার দাস, সহ-সভাপতি-২ জনাব মাহমুদা রহমান, যুগ্মসাধারণ সম্পাদক -১ জনাব মো. রিয়াজুল ইসলাম, যুগ্মসাধারণ সম্পাদক-২ জনাব মোঃ নূরুল আমিন মিঞা, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক জনাব তপন কুমার বিশ্বাস, দপ্তর সম্পাদক জনাব মোঃ রাসেদুল হাসান, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক জনাব প্রশান্ত কুমার মন্ডল এবং সমাজ কল্যাণ। সম্পাদক জনাব মধুসুধন দাস।

কার্যনির্বাহী সদস্যরা হলেন জনাব মোঃ মিজানুর রহমান, জনাব মোহাম্মদ মোয়াজ্জেম হোসেন, জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ, জনাব সৈয়দ সাফাত মোর্শেদ, জনাব মোহাম্মদ জাকিরুল ইসলাম, জনাব সৈয়দ হাসান ইমাম, জনাব রাজীব হোসেন, জনাব আফসানা আজিজ এবং জনাব তুষার পারভেজ খাঁন।

উল্লেখ্য, বিএডিসি'র প্রশাসন পুল ও অর্থ পুলের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে বিএডিসি অফিসার্স এসোসিয়েশন গঠিত হয়।

বিএডিসি কৃষিবিদ সমিতির কমিটি গঠন

সভাপতি

সাধারণ সম্পাদক

বিএডিসি কৃষিবিদ সমিতির কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদ ২০১৯-২০ গঠন করা হয়েছে। মহাব্যবস্থাপক (এএসসি) কৃষিবিদ মুহাঃ আজহারুল ইসলামকে সভাপতি এবং প্রকল্প পরিচালক (বীউ) কৃষিবিদ প্রদীপ চন্দ্র দে- কে সাধারণ সম্পাদক করে ২১ সদস্য বিশিষ্ট কার্যনির্বাহী পরিষদ গঠন করা হয়েছে।

সমিতির অন্য সদস্যরা হলেন জ্যেষ্ঠ সহ-সভাপতি কৃষিবিদ রিপন কুমার মন্ডল, সহসভাপতি কৃষিবিদ মাসুদ আহম্মেদ, যুগ্মসম্পাদক কৃষিবিদ মোঃ নাজিম উদ্দিন শেখ, কৃষিবিদ ড.এ কে এম মিজানুর রহমান, দপ্তর সম্পাদক কৃষিবিদ সাঈদ মোঃ ওয়াসীম বারী, প্রচার ও সংগঠনিক সম্পাদক কৃষিবিদ সঞ্জয় রায়, কোষাধ্যক্ষ কৃষিবিদ মোঃ রুহুল আমিন, সাহিত্য, সাংস্কৃতিক ও সমাজ কল্যাণ সম্পাদক কৃষিবিদ মনিরা রহমান শিল্পী। সমিতির সদস্যরা হলেন কৃষিবিদ মোঃ আলমগীর মিঞা, কৃষিবিদ ড. মোঃ রেজাউল করিম, কৃষিবিদ মোঃ জামিলুর রহমান, কৃষিবিদ মোঃ আজিম উদ্দিন, কৃষিবিদ মোর্তজা রাশেদ ইকবাল, কৃষিবিদ দেলাওয়ার হোসেন নান্টু, কৃষিবিদ মোঃ আকতারুজ্জামান খান, কৃষিবিদ মোঃ আমিন উল্যা (বকুল), কৃষিবিদ মোঃ জাহিদুর রহমান, কৃষিবিদ ড. আজিজা বেগম, কৃষিবিদ মোঃ দিদারুল আমিন।

উল্লেখ্য, গঠনতন্ত্র অনুযায়ী সদ্য বিদায়ী সাধারণ সম্পাদক পদাধিকার বলে কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্য থাকবেন।

কৃষি যন্ত্রপাতিতে ভর্তুকি আরও বাড়ানো হবে- কৃষিমন্ত্রী

(৫পৃষ্ঠার পর)

প্রতিষ্ঠানগুলো। সকাল ৯টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত সর্বসাধারণের জন্য মেলা উন্মুক্ত ছিল। এ মেলার মাধ্যমে কৃষক ও কৃষি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ব্যয় সাশ্রয়ী, লাভজনক ও আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পেরেছেন। দ্বিতীয়বারের মতো এ মেলার আয়োজন করে কৃষি মন্ত্রণালয় ও ডিএই'র খামার যান্ত্রিকীকরণ প্রকল্প।

বিএডিসি কর্মকর্তাদের পদোন্নতি

অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক

* অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক (চলতি দায়িত্ব), আলুবীজ বিভাগ, বিএডিসি, কৃষি ভবন, ঢাকায় কর্মরত জনাব মোঃ আলমগীর মিয়াকে অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।
* অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক (চলতি দায়িত্ব), কন্ট্রাক্ট গ্রোয়ার্স বিভাগ, বিএডিসি, কৃষি ভবন, ঢাকায় কর্মরত জনাব মোঃ আব্দুল হালিমকে অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।
* অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক (চলতি দায়িত্ব), বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ বিভাগ, বিএডিসি, কৃষি ভবন, ঢাকায় কর্মরত জনাব এস এম আলতাফ হোসেনকে অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

তত্ত্বাবধায়ক/উপপ্রধান প্রকৌশলী

* তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব), ক্ষুদ্রসেচ সার্কেল, বিএডিসি, ফরিদপুর দপ্তরে কর্মরত জনাব এ কে এম জাহাংগীর আলমকে তত্ত্বাবধায়ক/উপপ্রধান প্রকৌশলী পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।
* তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব), ক্ষুদ্রসেচ সার্কেল, বিএডিসি, কিশোরগঞ্জ দপ্তরে কর্মরত জনাব পংকজ কর্মকারকে তত্ত্বাবধায়ক/উপপ্রধান প্রকৌশলী পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

যুগ্মপরিচালক

* উপপরিচালক, গবেষণা সেল, কৃষি ভবন, ঢাকা কর্মরত জনাব ড. মোঃ নাজমুল ইসলামকে যুগ্মপরিচালক পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

উপহিসাব নিয়ন্ত্রক

* আঞ্চলিক হিসাব নিয়ন্ত্রক (চলতি দায়িত্ব), বিএডিসি, দিনাজপুর দপ্তরে কর্মরত জনাব মোঃ মোস্তাফিজার রহমানকে উপহিসাব নিয়ন্ত্রক পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

সহকারী প্রকৌশলী

* উপসহকারী প্রকৌশলী, ক্ষুদ্রসেচ ইউনিট, বিএডিসি, গুরুদাসপুর, নাটোর দপ্তরে কর্মরত জনাব দীন মোহাম্মদ ফকিরকে সহকারী প্রকৌশলী পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।
* উপসহকারী প্রকৌশলী, ক্ষুদ্রসেচ ইউনিট, বিএডিসি, নড়িয়া শরিয়তপুর দপ্তরে কর্মরত জনাব শ্রী প্রনব কুমার দত্তকে সহকারী প্রকৌশলী পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।
* উপসহকারী প্রকৌশলী, ক্ষুদ্রসেচ ইউনিট, বিএডিসি, রাজৈর, মাদারীপুর দপ্তরে কর্মরত জনাব আবদুর রহমানকে সহকারী প্রকৌশলী পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।
* উপসহকারী প্রকৌশলী, ক্ষুদ্রসেচ ইউনিট, বিএডিসি, সরিষাবাড়ি, জামালপুর দপ্তরে কর্মরত জনাব মোঃ খলিলুর রহমানকে সহকারী প্রকৌশলী পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।
* উপসহকারী প্রকৌশলী, ক্ষুদ্রসেচ রিজিয়ন দপ্তর, বিএডিসি, রাজবাড়ী কর্মরত জনাব মোঃ কামাল উদ্দিনকে সহকারী প্রকৌশলী পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।
* উপসহকারী প্রকৌশলী, ক্ষুদ্রসেচ ইউনিট, বিএডিসি, পলাশ, নরসিংদী দপ্তরে কর্মরত জনাব মোশারফ হোসেনকে সহকারী প্রকৌশী পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।
* উপসহকারী প্রকৌশলী, সওকা ইউনিট, বিএডিসি, ময়মনসিংহ দপ্তরে কর্মরত জনাব আব্দুর রাজ্জাককে সহকারী প্রকৌশলী পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।
* উপসহকারী প্রকৌশলী, সওকা ইউনিট, বিএডিসি, শেরেবাংলা নগর , ঢাকা দপ্তরে কর্মরত জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম খাঁনকে সহকারী প্রকৌশলী পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।
* উপসহকারী প্রকৌশলী, ক্ষুদ্রসেচ ইউনিট, বিএডিসি, শেরপুর দপ্তরে কর্মরত জনাব এস এম জাহাঙ্গীর আলমকে সহকারী প্রকৌশলী পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।
* উপসহকারী প্রকৌশলী, ক্ষুদ্রসেচ ইউনিট, বিএডিসি, রায়পুরা, নরসিংদি দপ্তরে কর্মরত জনাব মোঃ তৌফিকুল ইসলামকে সহকারী প্রকৌশলী পদে পদোন্নতি করা হয়েছে।
* উপসহকারী প্রকৌশলী, ক্ষুদ্রসেচ ইউনিট, বিএডিসি, শিবালয়, মানিকগঞ্জ দপ্তরে কর্মরত জনাব মোঃ আব্দুল মতিনকে সহকারী প্রকৌশলী পদে পদোন্নতি করা হয়েছে।
* উপসহকারী প্রকৌশলী, ক্ষুদ্রসেচ ইউনিট, বিএডিসি, রাজশাহী দপ্তরে কর্মরত জনাব এস এম বজলুর রহমানকে সহকারী প্রকৌশলী পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।
* উপসহকারী প্রকৌশলী, ক্ষুদ্রসেচ ইউনিট, বিএডিসি, বিরামপুর, দিনাজপুর দপ্তরে কর্মরত জনাব মোঃ সওকাত হোসেনকে সহকারী প্রকৌশলী পদে পদোন্নতি করা হয়েছে।
* উপসহকারী প্রকৌশলী, ক্ষুদ্রসেচ ইউনিট, বিএডিসি, নীলফামারী দপ্তরে কর্মরত জনাব মোঃ রবিউল ইসলামকে সহকারী প্রকৌশলী পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।
* উপসহকারী প্রকৌশলী, বীপ্রকে দপ্তর, বিএডিসি, দিনাজপুর কর্মরত জনাব মোঃ আনিসুজ্জামানকে সহকারী প্রকৌশলী পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।
* উপসহকারী প্রকৌশলী, বীপ্রকে দপ্তর, বিএডিসি, বগুড়া দপ্তরে কর্মরত জনাব ফারুক আহম্মেদকে সহকারী প্রকৌশলী পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।
* উপসহকারী প্রকৌশলী, ক্ষুদ্রসেচ ইউনিট, বিএডিসি, মাগুরা দপ্তরে কর্মরত জনাব মোঃ জাকির হোসেনকে সহকারী প্রকৌশলী পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।
* উপসহকারী প্রকৌশলী, সওকা ইউনিট, বিএডিসি, দিনাজপুর দপ্তরে কর্মরত জনাব সমীর কুমার বিশ্বাসকে সহকারী প্রকৌশলী পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।
* উপসহকারী প্রকৌশলী, সওকা ইউনিট, বিএডিসি, সিরাজগঞ্জ দপ্তরে কর্মরত জনাব মোঃ মিজানুর রহমানকে সহকারী প্রকৌশলী পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসের কৃষি

জ্যৈষ্ঠ মাসে কৃষিতে করণীয়:

ধান: চাষি ভাইয়েরা, আশা করি এ মাসের প্রথমার্ধে বোরো ধান কাটা শেষ করেছেন। ধান কেটে জাগ দিয়ে বা গাদা করে না রেখে পরিষ্কার শুকনো উঠানে থ্রেসার দিয়ে মাড়াই করে দ্রুত শুকিয়ে নিলে বীজ এবং ধানের রঙ ও মান ভাল থাকে। এতে বাজারে ভাল দাম পাওয়া যায়। গরু দিয়ে না মাড়িয়ে ব্রি উদ্ভাবিত থ্রেসার দিয়ে ধান মাড়াই করলে শ্রমিক খরচ অনেক সাশ্রয় করা সম্ভব। নিচু জমিতে যেখানে বন্যার পানি হয় সেখানে বোরো চাষ করে থাকলে ধান কাটার আগে বা পরে জলি আমন ধান ছিটিয়ে দিন। এতে বিনা পরিশ্রমে অতিরিক্ত একটি ফসল পাওয়া যাবে। এ মাসের প্রথম দিকে আউশ ধানের চারা রোপণ করা যায়। আগে লাগানো আউশ ক্ষেতের আগাছা নিড়ানী দিতে হবে। আউশ ধানের আগাছা অন্য যে কোন ফসল থেকে বেশি হয় বিধায় আগাছা নিধনে বিশেষ নজর দিতে হবে। নিড়ানো শেষে জমির উর্বরতার ধরণ বুঝে সারের উপরি প্রয়োগ করুন। সঠিক পদ্ধতি ব্যবহার করে পোকা দমনের ব্যবস্থা নিন। জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ সপ্তাহ হতে আমন ধানের বীজ তলা তৈরির কাজ শুরু করা যেতে পারে। আসন্ন আমন মৌসুমে কি ধরণের জাত চাষ করবেন এখনই তার বীজ বিশ্বস্ত উৎস হতে সংগ্রহ করে ঝেড়ে রোদ দিয়ে রাখুন। আমনের উচ্চ ফলনশীল জাতের মধ্যে বিআর ১০, বিআর ১১, ব্রিধান-৩০, ব্রিধান-৩৪, ব্রিধান-৪১, ব্রিধান-৪৯, বিনাধান-৭ ভাল ফলন দেয়।

পাট: পাটের জমিতে এ সময় আগাছা পরিষ্কার করতে হবে। জমিতে সুস্থ সবল চারা রেখে অতিরিক্ত চারা পাতলা করে দিতে হবে। ফাল্গুনী তোষা পাটের বয়স দেড় মাস হলে একর প্রতি ৪০ কেজি ইউরিয়া উপরি প্রয়োগ করলে ভাল ফলন পাওয়া যায়। এ সমস্ত জমিতে বিছা পোকা ও ঘোড়া পোকা আক্রমণ করতে পারে। ডিমের গাদা কীড়ার দলা সংগ্রহ করে মেরে ফেলতে হবে। পরিবেশ রক্ষার্থে কীটনাশক যত কম ব্যবহার করা যায় ততই ভাল।

ডাল ও তৈল: বাদাম, সয়াবিন, ফেলন, তিল ও মুগ ফসল পরিপক্ক হলেই সংগ্রহ করে ফেলতে হবে। পরিপক্ক ফসল কেটে এনে ভাল ভাবে শুকিয়ে মাড়াই করলে বীজের মান ভাল থাকে। কম শুকানো অবস্থায় মাড়াই করলে আঘাত জনিত কারণে বীজের অংকুরোদগম ক্ষমতা ও জীবনী শক্তি কমে যায়। সংগৃহীত বীজ ভাল করে শুকিয়ে আদ্রতা ৯-১০ শতাংশ এনে বায়ুবদ্ধ পরিষ্কার পাত্রে বীজ সংরক্ষণ করতে হবে।

ফলমূল: আম, জাম, লিচু, কাঁঠালসহ অসংখ্য ফল পাওয়া যায় বলে এ মাসকে মধু মাস বলে। মৌসুমী ফল গুলো পচনশীল বলে এগুলো সংগ্রহ করার সময় সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে যাতে ফলের গায়ে কোন আঘাত বা আঁচড় না লাগে। ফল সংগ্রহ করে পঁচা ও নিম্নমানের ফল আলাদা করে কাঠের বা কাগজের বাক্স বা প্লাস্টিকের ঝুড়িতে ফল বাজারজাত করতে হবে। এতে সংরক্ষণকাল বৃদ্ধি পায়।

শাক সবজি: বৈশাখে লাগানো ঢেঁড়শ, বেগুন, করলা, ঝিংগা, ধুন্দল, চিচিঙ্গা, শসা, ওলকচু, পটল, কাকরোল, মিষ্টিকুমড়া, লালশাক, পুইশাক অন্যান্য সবজির যত্ন নিন। লতানো গাছে মাচা দেয়ার ব্যবস্থা করুন। গোড়া পরিষ্কার করে প্রয়োজনীয় সার ব্যবহার করুন। গাছের গুড়ি হতে একটু দূরত্বে মাটিতে সার প্রয়োগ করতে হবে। জ্যৈষ্ঠ মাসেও উপরোক্ত সবজির আবাদ শুরু করতে পারেন।

আষাঢ় মাসে কৃষিতে করণীয়:

ধান: সময়মতো রবি ফসলের আবাদ করতে চাইলে আষাঢ়ের প্রথম সপ্তাহেই বীজ তলায় আমন বীজ বপণ করতে হবে। বন্যার পানিতে তলিয়ে যায় না এমন জমি বীজ তলার জন্য নির্বাচন করতে হবে। ১ মিটার চওড়া প্রয়োজন মত লম্বা প্লটে থকে থকে কাদা করে বীজ তলা তৈরি করতে হবে। অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশনের জন্য পাশাপাশি দুটি প্লটের মধ্যে ০.২৫ মিটার চওড়া ৬ ইঞ্চি নালা রাখতে হবে। এ ভাবে তৈরি বীজ তলায় সুস্থ সবল, বালাইমুক্ত ৮০% গজানো ক্ষমতাসম্পন্ন আমন বীজ বিশ্বস্ত উৎস হতে সরবরাহ করে ৮০-১০০ গ্রাম/বর্গমিটার হারে ছিটিয়ে বুনতে হবে। ভাল চারা পেতে হলে প্রতি বর্গমিটার বীজ তলার জন্য ২ কেজি গোবর, ১০ গ্রাম ইউরিয়া, ১০ গ্রাম টিএসপি ও ১০ গ্রাম জিপসাম ব্যবহার করতে হবে। যে কোন সময় বর্ষা আসতে পারে বিধায় আউশ ধান ৮০% পেকে গেলেই কেটে দ্রুত মাড়াই-ঝাড়াই ও শুকিয়ে ফেলতে হবে। আউশ ধানের চিড়া-মুড়ি সুস্বাদু ও বাজারে চাহিদা থাকায় চাষি ভাই এ কাজে একটু কৌশল খাটিয়ে ভাল লাভ করতে পারেন।

পাট: পাটের জমিতে এ সময় বিছা পোকা, ঘোড়া পোকা, চেলে পোকা, ক্ষুদে মাকড়সা এবং পাতায় হলদে রোগসহ নানাবিধ সমস্যা দেখা দিতে পারে। ডিমের গাদা বা ছোট লার্ভা সমেত পাতা সংগ্রহ করে নষ্ট করে দিতে হবে। পোকা দমনে সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা নিতে হবে। তবে যেখানে বন্যার পানি বেশি হয় সেখানে তার আগেই পাট কাটা যেতে পারে।

ভুট্টা: পরিপক্ক হবার পর খরিফ-১ এ লাগানো ভুট্টার মোচা সংগ্রহ করা যায়। রোদ না থাকলে সংগ্রহীত ভুট্টার মোচা কেটে ঘরের বারান্দায় বা ভেতরে ঝুলিয়ে রাখতে হবে এবং পরে রোদ হলে শুকিয়ে পরবর্তী ব্যবস্থা নিতে হবে।

শাক-সবজি: গ্রীষ্মে লাগানো ডাঁটা, পুই, ঝিঙ্গা, শসা, কুমড়ো, চিচিঙ্গা, কাকরোল ইত্যাদি সবজির বাড়ন্ত লতায় প্রয়োজনীয় মাচা দিতে হবে। গোড়া পরিষ্কার করে মাটি দিতে হবে যাতে পানিতে শিকড় ভেসে না যায়। মনে রাখতে হবে, লতানো সবজির গাত্র বৃদ্ধি যত বেশি হবে তার ফুল ফল ধারণক্ষমতা তত কমে যাবে। সে জন্য বেশি বৃদ্ধি সম্পন্ন লতার/গাছের ১৫-২০ শতাংশ লতা-পাত কেটে দিলে তাড়াতাড়ি ফুল ফল ধরে। গাত্র বৃদ্ধি যত বেশি হবে তার ফুল ফল ধারণ ক্ষমতা তত কমে যাবে। সে জন্য বেশি বৃদ্ধি সম্পন্ন লতার/গাছের ১৫-২০ শতাংশ লতা-পাত কেটে দিলে তাড়াতাড়ি ফুল ফল ধরে।

বিএডিসি পরিবারের মেধাবী মুখ

জান্নাতুল নাঈম ২০১৯ সালের এসএসসি পরীক্ষায় ঢাকা বোর্ডের অধীনে আইডিয়াল স্কুল এ্যান্ড কলেজ থেকে বিজ্ঞান বিভাগে জিপিএ-৫ (গোল্ডেন এ প্লাস) পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে। সে বিএডিসি'র হিসাব নিয়ন্ত্রক দপ্তরে কর্মরত অফিস সহায়ক জনাব মোঃ আবুল কালাম এর পুত্র। সে সকলের নিকট দোয়াপ্রার্থী।

তানিশা জান্নাত রিয়া ২০১৯ সালের এসএসসি পরীক্ষায় ঢাকা বোর্ডের অধীনে বিএডিসি উচ্চ বিদ্যালয় থেকে বিজ্ঞান বিভাগে জিপিএ-৫ (এ প্লাস) পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে। সে বিএডিসি'র সদর দপ্তরস্থ হিসাব বিভাগে কর্মরত গাড়ীচালক জনাব মোঃ জসিম উদ্দিন এর কন্যা। সে সকলের নিকট দোয়াপ্রার্থী।

মোঃ ইসতিয়াক ইসলাম অনিক ২০১৯ সালের এসএসসি পরীক্ষায় ঢাকা বোর্ডের অধীনে সামসুল হক খান স্কুল এ্যান্ড কলেজ থেকে বিজ্ঞান বিভাগে জিপিএ-৫ (এ প্লাস) পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে। সে বিএডিসি'র জনসংযোগ বিভাগে কর্মরত অফিস সহায়ক জনাব মোঃ মাহাতাব মিয়া এর পুত্র। সে সকলের নিকট দোয়াপ্রার্থী।

মোঃ শাহিন হোসাইন ২০১৯ সালের এসএসসি পরীক্ষায় ঢাকা বোর্ডের অধীনে বিএডিসি উচ্চ বিদ্যালয় থেকে বিজ্ঞান বিভাগে জিপিএ-৫ (এ প্লাস) পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে। সে বিএডিসি'র জনসংযোগ বিভাগে কর্মরত গাড়ীচালক জনাব মোঃ জসিম উদ্দিন এর পুত্র। সে সকলের নিকট দোয়াপ্রার্থী।

মোঃ নাজিম উদ্দিন ফাহিম ২০১৯ সালের এসএসসি পরীক্ষায় ঢাকা বোর্ডের অধীনে বিএডিসি উচ্চ বিদ্যালয় থেকে বিজ্ঞান বিভাগে জিপিএ-৫ (এ প্লাস) পেয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে। সে বিএডিসি'র সার ব্যবস্থাপনা বিভাগে কর্মরত গাড়ীচালক জনাব মোঃ ফারুক হোসেন এর পুত্র। সে সকলের নিকট দোয়াপ্রার্থী।

মুমতাহা মাহী ২০১৮ সালের প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় ঠাকুরগাঁও সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় থেকে জিপিএ-৫ সহ ট্যালেন্টপুলে বৃত্তি পেয়েছে। সে ধান, গম ও ভুট্টার উন্নততর বীজ উৎপাদন এবং উন্নয়ন কেন্দ্র, শিবগঞ্জ, ঠাকুরগাঁও দপ্তরে কর্মরত উপসহকারী পরিচালক জনাব মোঃ মতিয়ার রহমান এর কন্যা। সে সকলের নিকট দোয়াপ্রার্থী।

কাহিয়ান মেরাজ ২০১৮ সালের প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় নারায়ণগঞ্জ হাইস্কুল থেকে ট্যালেন্টপুলে বৃত্তি পেয়েছে। সে বিএডিসি'র মেহেরপুরের বীজ প্রক্রিয়াজতাকরণ কেন্দ্রের উপপরিচালক জনাব মোঃ হাসমত আলী মিঞা এর পুত্র। সে সকলের নিকট দোয়াপ্রার্থী।

সাকিবুল আলম চৌধুরী ২০১৮ সালের প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় সামসুল হক খান স্কুল এ্যান্ড কলেজ থেকে জিপিএ-৫সহ ট্যালেন্টপুলে বৃত্তি পেয়েছে। সে বিএডিসি'র সদর দপ্তরস্থ অডিট বিভাগে কর্মরত সহকারী নিয়ন্ত্রক জনাব কামরুন নাহার এর পুত্র। সে সকলের নিকট দোয়াপ্রার্থী।

শোকসংবাদ

*বিএডিসি'র হিসাব বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর জনাব মোঃ সামছুল হক গত ০৫ মার্চ ২০১৯ তারিখে ইন্তেকাল করেন। (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

*বিএডিসি'র সাধারণ পরিচর্যা বিভাগের নিরাপত্তা প্রহরী জনাব মোঃ দেলোয়ার হোসেন গত ২৪ মার্চ ২০১৯ তারিখে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করেন। (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

*উপপরিচালক বীজ (বিপণন), বিএডিসি'র জামালপুর দপ্তরে নিরাপত্তা প্রহরী জনাব মোঃ আমির খসরু মিয়া গত ৩০ এপ্রিল ২০১৯ তারিখে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করেন। (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

* সহকারী পরিচালক (সার) এর কার্যালয়, বিএডিসি, মধুপুর, টাঙ্গাইল দপ্তরে সহকারী ভান্ডার কর্মকর্তা জনাব মোঃ মোজাম্মেল হক ১৯ মার্চ ২০১৯ তারিখে ইন্তেকাল করেন। (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

জাতীয় কৃষি যন্ত্রপাতি মেলা ২০১৯ উপলক্ষ্যে বিএডিসি'র স্টল পরিদর্শন করছেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী কৃষিবিদ ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি, কৃষি সচিব জনাব মোঃ নাসিরুজ্জামন, বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ ফজলে ওয়াহেদ খোন্দকারসহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ

ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়নে জরিপ ও পরিবীক্ষণ ডিজিটালাইজেশনকরণ প্রকল্প (৪র্থ পর্যায়) আয়োজিত সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন পরিকল্পনা কমিশনের উপপ্রধান জনাব আজিজুন নাহার

Conservation of Indigenous Fruits for Nutritional Security and Mitigate Climate Change Impact শীর্ষক সেমিনারে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তাদের একাংশ

চাঁদপুর জেলার মতলব উত্তর উপজেলার মেঘনা নদীতে অবস্থিত বোরো চরে বীজ উৎপাদন খামার স্থাপনের জন্য কারিগরি সম্ভাব্যতা যাচাই প্রকল্প আয়োজিত ওয়ার্কশপে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ ফজলে ওয়াহেদ খোন্দকার

বিএডিসি'র গবেষণা সেল কর্তৃক আয়োজিত ওয়ার্কশপে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন বিএডিসি'র চেয়ারম্যান জনাব মোঃ ফজলে ওয়াহেদ খোন্দকার

জাতীয় কৃষি যন্ত্রপাতি মেলা ২০১৯ উপলক্ষ্যে বিএডিসি'র স্টলে সংস্থার চেয়ারম্যান জনাব মোঃ ফজলে ওয়াহেদ খোন্দকারসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ

জাতীয় কৃষি যন্ত্রপাতি মেলা ২০১৯ এ বিএডিসি'র স্টল প্রথম পুরস্কার অর্জন করে। পুরস্কার প্রাপ্ত ক্রেস্টটি সংস্থার চেয়ারম্যান জনাব মোঃ ফজলে ওয়াহেদ খোন্দকার এর কাছে হস্তান্তর করা হচ্ছে

বিএডিসি স্বাধীনতা দিবস ক্রিকেট টুর্নামেন্টে বিজয়ী টিমকে পুরস্কার প্রদান করছেন সংস্থার চেয়ারম্যান জনাব মোঃ ফজলে ওয়াহেদ খোন্দকার

চিত্রে জাতীয় কৃষি যন্ত্রপাতি মেলা ২০১৯ উপলক্ষ্যে বিএডিসি'র স্টল

জাতীয় কৃষি যন্ত্রপাতি মেলা ২০১৯ উপলক্ষ্যে বিএডিসি'র স্টল

জাতীয় কৃষি যন্ত্রপাতি মেলা ২০১৯ উপলক্ষ্যে র‍্যালি

বিএডিসি'র স্টলে প্রদর্শিত বিভিন্ন প্রকার কৃষি যন্ত্রপাতি

বিএডিসি'র স্টলে প্রদর্শিত সৌরশক্তিচালিত সেচ পাম্পের মডেল

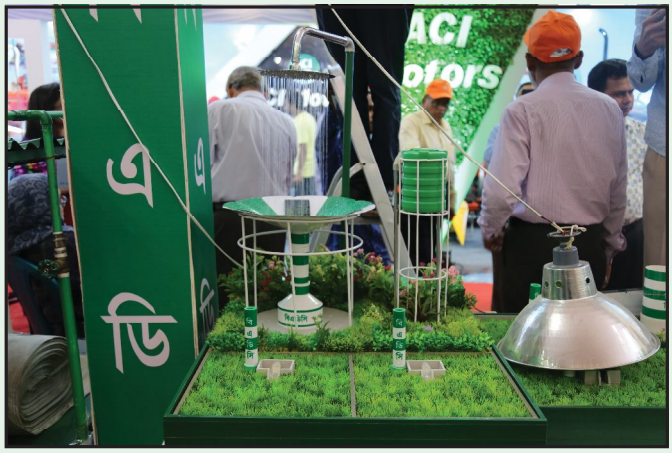

বিএডিসি'র স্টলে প্রদর্শিত ডাগওয়েল এর মাধ্যমে সেচ কার্যক্রম

বিএডিসি'র স্টলে প্রদর্শিত পাওয়ার স্প্রেয়ার

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন এর পক্ষে জনসংযোগ কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে জনসংযোগ বিভাগ, ৪৯-৫১ দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা থেকে প্রকাশিত।
ফোন : ৯৫৫২২৫৬, ৯৫৫৬০৮৫, ইমেইল : prdbadc@gmail.com, ওয়েবসাইট : www.badc.gov.bd, প্রভাতী প্রিন্টার্স, ১৯১, ফকিরাপুল, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।

বিএডিসি কর্মকর্তাদের পদোন্নতি

সহকারী হিসাব নিয়ন্ত্রক

* সহকারী ব্যবস্থাপক (চলতি দায়িত্ব), অর্থ বিভাগ, বিএডিসি কৃষি ভবন, ঢাকায় কর্মরত জনাব রেবেকা লাইজুকে সহকারী হিসাব নিয়ন্ত্রক পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।
* সহকারী হিসাব নিয়ন্ত্রক (চলতি দায়িত্ব), হিসাব বিভাগ, বিএডিসি কৃষি ভবন, ঢাকায় কর্মরত জনাব মধুসূদন দাসকে সহকারী হিসাব নিয়ন্ত্রক পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।
* সহকারী নিয়ন্ত্রক (চলতি দায়িত্ব), অডিট বিভাগ, বিএডিসি কৃষি ভবন, ঢাকা কর্মরত জনাব কামরুল নাহারকে সহকারী হিসাব নিয়ন্ত্রক পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।
* সহকারী হিসাব নিয়ন্ত্রক (চলতি দায়িত্ব), হিসাব বিভাগ, বিএডিসি কৃষি ভবন, ঢাকায় কর্মরত জনাব এম এম কায়ছার এ মওলাকে সহকারী হিসাব নিয়ন্ত্রক পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।
* সহকারী নিয়ন্ত্রক (অওহি), চলতি দায়িত্ব, ক্ষুদ্রসেচ বিভাগ,বিএডিসি কৃষি ভবন, ঢাকায় কর্মরত জনাব সেলিনা আক্তারকে সহকারী হিসাব নিয়ন্ত্রক পদে পদোন্নতি করা হয়েছে।
* হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা (চলতি দায়িত্ব), আঞ্চলিক হিসাব নিয়ন্ত্রক, কিশোরগঞ্জ দপ্তরে কর্মরত জনাব হুমায়রা পারভীনকে সহকারী হিসাব নিয়ন্ত্রক পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।
* সহকারী হিসাব নিয়ন্ত্রক(চলতি দায়িত্ব), হিসাব বিভাগ, বিএডিসি, কৃষি ভবন ঢাকায় কর্মরত জনাব কামাল হোসেনকে সহকারী হিসাব নিয়ন্ত্রক পদে পদোন্নতি প্রদান করা পয়েছে।
* সহকারী নিয়ন্ত্রক (চলতি দায়িত্ব), অডিট বিভাগ, বিএডিসি, কৃষি ভবন ঢাকায় কর্মরত জনাব সেলিনা আক্তারকে সহকারী হিসাব নিয়ন্ত্রক পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।
* হিসাবরক্ষণ কর্মকতা, আঞ্চলিক হিসাব নিয়ন্ত্রক দপ্তর, বিএডিসি, রংপুর দপ্তরে কর্মরত জনাব আনোয়ার পারভেজকে সহকারী হিসাব নিয়ন্ত্রক পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।
* হিসাবরক্ষণ কর্মকতা, আঞ্চলিক হিসাব নিয়ন্ত্রক দপ্তর, বিএডিসি, ফরিদপুর দপ্তরে কর্মরত জনাব আব্দুল্লাহ আল মামুনকে সহকারী হিসাব নিয়ন্ত্রক পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।
* নিরীক্ষণ কর্মকর্তা (হিসাব পরীক্ষক), অডিট বিভাগ, বিএডিসি, কৃষি ভবন, ঢাকায় কর্মরত জনাব রীতা রানী সরকারকে সহকারী হিসাব নিয়ন্ত্রক পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।
* নিরীক্ষণ কর্মকর্তা (হিসাব পরীক্ষক), অডিট বিভাগ, বিএডিসি, কৃষি ভবন, ঢাকায় কর্মরত জনাব মোঃ শরিফুল ইসলামকে সহকারী হিসাব নিয়ন্ত্রক পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

প্রশাসনিক কর্মকর্তা

* সহকারী ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ বিভাগ, বিএডিসি, কৃষি ভবন, ঢাকায় কর্মরত জনাব মোঃ ওমর ফারুককে প্রশাসনিক কর্মকর্তা পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।
* সহকারী ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, যুগ্মপরিচালক (সার) দপ্তর, বিএডিসি, খুলনা দপ্তরে কর্মরত জনাব মোঃ আবু জাফরকে প্রশাসনিক কর্মকর্তা পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।
* সহকারী ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, হিসাব বিভাগ, বিএডিসি কৃষি ভবন, ঢাকায় কর্মরত জনাব মোঃ আবু বকরকে প্রশাসনিক কর্মকর্তা পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

বিএডিসি অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারী কল্যাণ পরিষদ গঠিত

প্রধান সমন্বয়ক

সদস্য সচিব

গত ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখে বিএডিসি'র কৃষি ভবনে বিএডিসি অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা-কর্মচারী কল্যাণ পরিষদ নামে একটি কমিটি গঠন করা হয়। জনাব মোঃ কুতুব উদ্দিনকে প্রধান সমন্বয়ক, বীর মুক্তিযোদ্ধা জান মোহাম্মদকে সদস্য সচিব, জনাব মোঃ সামছুল হককে যুগ্মআহ্বায়ক, বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব মোঃ ফরিদ উদ্দিন আহম্মদকে কোষাধ্যক্ষ এবং জনাব মোঃ আঃ মান্নানকে দপ্তর সম্পাদক করে ৫৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করা হয়।

জাতীয় কৃষি যন্ত্রপাতি মেলা ২০১৯ বিএডিসি'র প্রথম পুরস্কার অর্জন

কৃষি মন্ত্রণালয় ও ডিএই'র খামার যান্ত্রিকীকরণ প্রকল্পের আয়োজনে কেআইবি চত্বরে ২৫-২৭ এপ্রিল ২০১৯ তারিখে জাতীয় কৃষি যন্ত্রপাতি মেলা-২০১৯ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত মেলায় অংশগ্রহণকারী সরকারি প্রতিষ্ঠান সমূহের মধ্যে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এবং কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই) যৌথভাবে প্রথম পুরস্কার অর্জন করে। মেলায় সরকারি বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করে। এবারের মেলার মূল প্রতিপাদ্য ছিল 'যান্ত্রিকীকরণই গড়বে আধুনিক ও লাভজনক কৃষি'। মেলায় বিএডিসি স্টলে সৌর বিদ্যুৎ চালিত সেচ পাম্প, সৌর বিদ্যুৎ চালিত ডাগ ওয়েল, রাবার ড্যাম, ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা, রেইন ওয়াটার হারভেস্টিং, সেচ যন্ত্রে ব্যবহৃত প্রিপেইড মিটারসহ বিভিন্ন মডেল এবং রাইস ট্রান্সপ্লান্টার, মিনি ট্রাক্টর, পাওয়ার টিলার, রিপার, ডিস্কপ্লাউ, কাল্টিভেটর, পাওয়ার স্প্রেয়ার, সীড গ্রেডার, সীড ব্লোয়ারসহ বিভিন্ন কৃষি যন্ত্রপাতি প্রদর্শন করা হয়।